**কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী**…

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত মানুষ যিনি কবিতা, গল্প ও সঙ্গীতজ্ঞ মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তার অসীম অবদানের জন্য তাকে কবিগুরু ও গুরুদেব বলা হয়। তিনি ভারতের এমন প্রথম ব্যাক্তি ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম বিখ্যাত “নোবেল পুরস্কার” অর্জন করেছিলেন। তিনি তার কবিতার পাশাপাশি ভারতের জাতীয় সংগীতের লেখক হিসেবে পরিচিতি হন। যার সম্পূর্ণ জীবন থেকে আমরা অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নিতে পারি। তাই আজ আমরা এই পোস্টের মাধ্যমে **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী** (**Rabindranath Tagore Biography Bengali**) এবং তার দ্বারা সম্পাদিত কাজ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

**জন্ম ও পরিবার**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৮৬ সালের ৭ই মে (২৫সে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকো পরিবারের জন্মগ্রহন করেন।

তিনি তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতা সারদাসুন্দরী দেবী অন্তিম সন্তান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা একজন মহান হিন্দু দার্শনিক ও “ব্রামদামজের” এর অন্যতম প্রতি্ঠাতা ছিলেন এবং তার মাতা একজন গৃহিণী ছিলেন।

সেই সময়কার রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বিবাহ খুব ছোট বয়সে হয় যখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর তখন তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

**রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের প্ৰাথমিক জীবন**

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তার মাতাপিতার সব থেকে ছোট ও আদরের সন্তান ছিলেন। ছোট বয়সে তার মা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং যেহেতু তাঁর বাবা প্রায়শই দেশ বিদেশ ভ্রমণে যেতেন, তাই তার বাড়ির কাজের লোকেরা তাকে বড় করে তোলেন। সেই সময় ঠাকুর পরিবার বাংলার নবজাগরণের এর শীর্ষে ছিল। ম্যাগাজিনের প্রকাশনা, থিয়েটার, বাংলা এবং পাশ্চাত্য সংগীতের পরিবেশনা চলতো প্রায়শই। এভাবে তার বাড়ির পরিবেশ কোনও স্কুলের চেয়ে কম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক ও কবি। তাঁর দ্বিতীয় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ছিলেন যিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন। তাঁর আরেক ভাই জ্যোতিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সংগীতশিল্পী ও নাট্যকার। তাঁর বোন স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন লেখিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও ক্লাসে বসে পড়াশোনা করতে পছন্দ করেন না।

তিনি প্রায়শই পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিবারের ম্যানর ঘুরে দেখতেন। তাঁর ভাই হেমেন্দ্রনাথ তাকে শেখাতেন। গবেষণায় সাঁতার, অনুশীলন, জুডো এবং কুস্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া তিনি অঙ্কন, শরীরচর্চা, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত, সংস্কৃত এবং ইংরেজিও শিখেছিলেন। আপনি জেনে অবাক হবেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এতটাই অপছন্দ করেছিলেন যে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়েছিলেন মাত্র একদিনের জন্য।

ছোট বেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার পিতার সাথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন। তিনি তার ছোটোবেলই ভারত সফরে হিমালয়ে অবস্থিত ডালহৌসি পর্যটন কেন্দ্র বেড়াতে যাই ও সেখানকার ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও কালিদাসের মতন মহান কবিদের কবিতা অধ্যয়ন করেন যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ প্রভাবিত করেন। যা পরবর্তীকালে ছোট্ট রবিকে বিশ্ব কবি হতে প্রেরণা জোগায়।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে তার বাড়িতে ফিরে এসে ১৮৭৭ সাল নাগাদ তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার পিতামহ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সর্বদা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ যাতে একজন ব্যারিস্টার হোক। সেই কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করানোর জন্য ১৮৭৮ সালে তাকে ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে প্রেরণ করে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য। যেখানে তিনি আইন পড়া চালিয়ে যেতে থাকে কিন্তু কিছু সময় পরে তিনি কলেজ এর পড়াশোনা বাদ দিয়ে শেক্সপিয়ার এবং আরও কিছু সাহিত্যিকের কাজ নিয়ে নিজেই গবেষণা করতে শুরু করেন। ইংল্যান্ড থেকে তিনি ১৮৮০ সালে আইন ডিগ্রি ছাড়াই বাংলায় ফিরে আসেন। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর তিনি কয়েক বছর পর ১৮৮৩ সালে তিনি মৃণালিনী দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা**

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার প্রাথমিক শিক্ষার বেশিরভাগই ঘরে বসে শেষ হয়েছিল। তবে তাঁর প্রচলিত পড়াশোনা ইংল্যান্ডের একটি পাবলিক স্কুল ব্রাইটন, পূর্ব সাসেক্স থেকে সম্পন্ন হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ একজন বড়ো ব্যারিস্টার হোক তার জন্য, তিনি ১৮৭৮ সালে তাকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তাকে সমর্থন ও পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন তাঁর ভাতিজা, ভাতিজি এবং ভগ্নিপতি তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

এর পরে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে যোগ দেন, যেখানে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য যান। কিন্তু ডিগ্রি না নিয়েই তিনি মাঝপথে রেখে গেছেন। বিখ্যাত লেখক শেক্সপিয়ারের অনেকগুলি কাজ তার নিজের উপায়ে শেখার চেষ্টা শুরু করে। সেখান থেকে তিনি ইংরেজি, এবং স্কটিশ সাহিত্য তার সাথে সাথে সংগীতের মর্ম শেখার পরে ভারতে ফিরে আসেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম**

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসীম অবদানের কারণে তাকে কবিগুরুর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার জীবনকালে একদিক ছোট কবিতা ও গল্প থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো উপন্যাসের রচনা করেছিলেন। নিম্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই সম্পাদিত কিছু সাহিত্যকর্মের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে –

**ছোট গল্প**: – কিশোর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর লেখার জীবন শুরু করেছিলেন ‘ভিখারিণী’ দিয়ে। তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পরিবেশিত হয়েছিল যেখানে তিনি বড়ো হয়েছিলেন তার আশেপাশের পরিবেশ নিয়ে।

পরবর্তীকালে তিনি তার গল্পগুলিতে দরিদ্রদের দুর্বল সমস্যা এবং সমস্যাগুলিকে কিভাবে নিরাময় করা যেতে পারে সেই বিষয় গুলিকে তুলে ধরতেন এছাড়া তিনি হিন্দু বিবাহের নেতিবাচক দিক এবং এমন অনেক রীতিনীতি নিয়ে তার গল্পে মধ্যে আলোচনা করতেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি বিখ্যাত ছোট গল্পের** মধ্যে রয়েছে ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ক্ষুদিতা পাশান’, ‘আতোটজু’, ‘হেমন্তি’ এবং ‘মুসালমণির গোলপো’ এর মতো আরও অনেক গল্প।

**কবিতা**: – কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মতো প্রাচীন কবিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন এবং এ থেকে তার কবিতা ও রচনা প্রায়শই পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর শাস্ত্রীয় সাহিত্যিকদের সাথে তুলনা করা হত। তার নিজস্ব রচনাশৈলীর সাহায্যে তিনি মানুষকে কেবল তার নিজের রচনায় নয়, প্রাচীন ভারতীয় কবিদের রচনায়ও মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি সেরা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে – ‘সোনার তোরি’, চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা, ক্ষণিকা, চিত্রা এবং ‘গীতাঞ্জলি’ ইত্যাদি।

**উপন্যাস**: – কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট ১৩টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, বলা হয় যে কবিগুরুর রচনায় তাঁর উপন্যাসগুলি বেশি প্রশংসিত হয়েছে। তিনি তাঁর রচনায় অন্যান্য যথাযথ সামাজিক কুফলগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর গল্পটি লিখেছেন তাঁর একটি গল্প উপন্যাস “শেষের কবিতা” তে প্রধান চরিত্রের কবিতা এবং ছন্দময় অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে লেখা হয়।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের** বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে নৌকাডুবি, ‘গোরা’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ এবং “যোগাযোগ” দেবী চৌধুরানী ইত্যাদি।

**সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশিরভাগ কবিতা, গল্প, গান এবং উপন্যাস ছিল বাল্য বিবাহ এবং যৌতুকের মতো সেই সময়কালে ঘটে যাওয়া সামাজিক কুফল সম্পর্কে। তবে তার রচিত গানগুলিও খুব জনপ্রিয় ছিল, তার গানের নাম ছিল ‘রবীন্দ্র সঙ্গীত’। আমরা জানি যে আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত – ‘জন গণ মন’ তার রচিত। এর বাইরে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও লিখেছেন – ‘আমার সোনার বাংলা’। যা বঙ্গ বিভাগের সময় খুব বিখ্যাত ছিল।

**একজন অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও সামাজিক বিষয় অবলম্বনে অনেক নাটক রচনা করার সাথে সাথে সেই নাটক গুলিতে অভিনেতা হিসেবেও কাজ করছিলেন।

তিনি কিশোর বয়সে তার ভাইয়ের সাথে সর্বপ্রথম একটি অভিনয় কাজ করেছিলেন।

**চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬০ বছর বয়সে অঙ্কন এবং চিত্রাঙ্কন শুরু করেছিলেন। তাঁর চিত্রকর্মগুলি পুরো ইউরোপ জুড়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল।

ঠাকুরের নান্দনিকতা, রঙিন স্কিম এবং স্টাইলের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল যা এটি অন্য শিল্পীদের থেকে পৃথক করে দেয়। তিনি উত্তর নিউ আয়ারল্যান্ডের মালাঙ্গানদের কারুশিল্প দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি কানাডার পশ্চিম উপকূল থেকে হাইডা খোদাই এবং ম্যাকস পেচস্টেইনের কাঠের কাটা দ্বারাও ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলেন। নয়াদিল্লিতে ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টে ঠাকুরের ১০২ টি শিল্পকর্ম রয়েছে।

**শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এক জমিদার থাকার কারণে তার একাধিক জমি ছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সেই পিতার জমিতে পরীক্ষামূলক স্কুল প্রতিষ্ঠার ধারণা নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে সনাতন গুরু-শিশ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশা প্রকাশ করেছিলেন যে আধুনিক পদ্ধতির তুলনায় শিক্ষার জন্য প্রাচীন পদ্ধতি লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।

তিনি যখন শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন, ১৯০১ সালে তিনি ‘নাবেদ্য’ এবং ১৯০৬ সালে ‘খেয়া’ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে অবস্থিত।

তবে সেই সময় তাঁর করা কাজগুলি বাঙালিদের পাশাপাশি বিদেশি পাঠকদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদেশ ভ্রমণ**

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘একটি বিশ্ব’ ধারণার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি তাঁর মতাদর্শগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসে একটি বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেছিলেন।

১৯২০ এর দশক থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। যেখানে তিনি তার রচনার মাধ্যমে বহু বিখ্যাত কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি আমেরিকা এবং জাপানের মতো দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর খুব শীঘ্রই, ঠাকুর মেক্সিকো, সিঙ্গাপুর এবং রোমের মতো জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন যেখানে তিনি খ্যাতিমান জাতীয় নেতা এবং [আলবার্ট আইনস্টাইন](https://bengaligyan.com/albert-einstein-biography-in-bengali/) এবং মুসোলিনির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।

১৯২৭ সালে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সফর শুরু করেছিলেন এবং অনেককে তার জ্ঞান এবং সাহিত্যকর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি এই সুযোগটি বহু ভারতীয় নেতার সাথে ভারতীয় ও ব্রিটিশদের মধ্যে আলোচনার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

যদিও তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করা, তবে কিছুক্ষণ পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ তার আদর্শের চেয়ে আরও শক্তিশালী। এবং তাই এর প্রতি তাদের মধ্যে আরও বিদ্বেষ বয়ে গেল। এর শেষে তিনি পাঁচটি মহাদেশে ছড়িয়ে ৩০ টিরও বেশি দেশ পরিদর্শন করেছিলেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা**

কবিগুরুর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা চিন্তাভাবনা সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি সর্বদা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সমালোচনা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেছিলেন।

তিনি ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনকে তৎকালীন প্রকাশিত ‘চরকের কাল্ট’ পত্রিকায় তিনি সমালোচনা করে বলেছিলেন যে আমাদের সাধারণ মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত – এইভাবে আমরা স্বাধীনতার পথ সুগম করতে পারি।

ভারতে ইংরেজী ভাষা যখন বাধ্য করা হয়েছিল তখন তিনি শিক্ষাব্যবস্থারও সমালোচনা করেছিলেন।

কখনও কখনও তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক দেশ ভক্তি মূলক গানের রচনা করেছিলেন যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডের পরে তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া নাইটহুড ত্যাগ করেন, এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জনাই।

তিনি একটি স্বাধীন ভারতের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির সাথে সাথে, ভারতীয় নাগরিকদের চিন্তাভাবনা এবং বিবেকের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আশ্চর্যজনক তথ্য**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অজানা কিছু মজার ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য –

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা লেখার কাজটি করেছিলেন।
* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এমন প্রথম ভারতীয় তিনি বিখ্যাত নোবেল পুরুস্কার পান।
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পে বিপ্লবের কারণে তিনি বাংলায় নবজাগরণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারম্পরিক এবং কাঠামোগত শিক্ষা পছন্দ করতেন না সেই কারণে তিনি কোনো স্কুল ও কলেজ যায়নি। বরং তিনি প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিতে বেশি পছন্দ করতেন।
* বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে প্রথমবার দেখা করেন ও তারা ধর্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন।
* চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং রায়ের ‘পাথর পাঁচালী’ ছবিতে আইকনিক ট্রেনের দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন দুর্দান্ত সংগীতশিল্পীও ছিলেন, তিনি ২ হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছিলেন।
* এটাতো আমরা জানি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলির জাতীয় সংগীত রচনা করেছিলেন।, কিন্তু আপনি সকলেই জানেন না যে শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীত ১৯৩৮ সালে ঠাকুরের রচিত বাংলা গানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

**উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মান**

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কাব্যগ্রন্থ ” গীতাঞ্জলি” এর জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।
* ১৯১৫ সালে, ব্রিটিশ ক্রাউন দ্বারা নাইটহুডও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জলিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পরে, ৩০ মে ১৯১৯ সালে তিনি তাঁর নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করে দিয়েছিলেন।
* ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাকে ডক্টরেট অব সাহিত্যে সম্মানিত করে।
* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে ৭ই মে ১৯৬১ সালে, ভারতীয় ডাকবিভাগ সম্মান জ্ঞাপনের উদেশ্যে; তাঁর ছবি দেওয়া একটা ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

**Rabindranath Tagore Biography in Bengali**

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** সম্পর্কে কিছু জনপ্রিয় প্রশ্ন যা নিম্নে FAQ এর আকারে তুলে ধরা হলো

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহন করেন?**

 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুবাড়িতে জন্মগ্রহন করেন।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে জন্মগ্রহন করে?**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ মে ১৮৬১ – ৭ আগস্ট ( বাংলার ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ )

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মাতারা নাম কি?**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও  সারদাসুন্দরী দেবী

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কবিতার নাম কি?**

১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-এ তার “অভিলাষ” কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়টি ছদ্মনাম কি ছিল?**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ৯টি। ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপটচন্দ্র, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মণ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘বিশ্বকবি’ সম্মানে ভূষিত করেন?**

 ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘বিশ্বকবি’ সম্মানে ভূষিত করেন ।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গীতিনাট্য কোনটি?**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য নােবেল পুরস্কার পান?**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “গীতাঞ্জলি”কাব্যগ্রন্থের জন্য নােবেল পুরস্কার পান।

**উপসংহার**

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবন থেকেই আমরা এই অনুপ্রেরণা পেয়েছি যে আমরা যদি জীবনে কোনও কাজ করতে চাই, তবে আমাদের এটি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কোনও মানুষ যদি চায়, তবে নিজের ইচ্ছায় যে কোনও অসম্ভব কাজ করে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

(সংগৃহীত)

মোছাঃ মারুফা বেগম

প্রধান শিক্ষক

খগা বড়বাড়ী বালিকা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

ডিমলা, নীলফামারী।

ইমেইলঃ [lizamoni355@gmail.com](mailto:lizamoni355@gmail.com)

* ICT4E District Ambassedor
* সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা